তারিখ ...23 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

সমকাল

কিশোরগঞ্জের মেয়েরাই চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন
সমকাল
তৃতীয় জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন নিয়ে দুশ্চিন্তা বিশ্বজুড়ে। আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক চলছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে। বিশ্ব নেতৃত্ব আর বিজ্ঞজনদের মত, এ বিষয়ে সচেতন আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেশের স্কুল শিক্ষার্থীরাও। গতকাল শনিবার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ মিলনায়তনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন প্রশ্নে কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় আর সিরাজগঞ্জের বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্ত বিতর্ক উপহার দিয়ে বিষয়টি নিয়ে নিজেদের সচেতনতার বিষয়টিও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল। তৃতীয় জাতীয় স্কুল ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

কিশোরগঞ্জের মেয়েরাই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসরে নির্ধারিত 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগ বেশি জরুরি' বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের দৌড়ে চুলচেরা বিচারে এ বছর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তবে সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সপ্রতিভ বিতর্কও মিলনায়তনভর্তি দর্শককে মুগ্ধ করেছে। চূড়ান্ত আসরে শ্রেষ্ঠ বক্তার মুকুটও উঠে গেল এ স্কুলের বিতর্ক দলের দলনেতা হাসান তাসনীম সালেহীনের হাতেই। গত দু'বারের আসরের মতো এ বছরও জাতীয় পর্যায়ে স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল যৌথভাবে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) ও সমকাল। সঙ্গে মূল পৃষ্ঠপোষক এসিআই সুপার সল্ট, গোল্ডেন পার্টনার ব্যাংক এশিয়া ও সহযোগী ম্যাটাডোর বল পয়েন্ট কলম, নলেজ পার্টনার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন, ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল কিংবদন্তী মিডিয়া এবং মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল টোয়েন্টিফোর। চার মাস ধরে দেশব্যাপী এ আয়োজনের মূল ভূমিকায় ছিল সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বন্ধুরা। এবারের আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'তর্কে-বিতর্কে বিজ্ঞানের সাথে'।

চূড়ান্ত আসরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সমকাল সম্পাদক ও প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার, সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের প্রতিনিধি ড. ফারুক উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান সুবহানী। সঞ্চালনা করেন সমকালের ফিচার সম্পাদক মাহবুব আজীজ। এর আগে চূড়ান্ত বিতর্ক পর্বে পুরো আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সমকাল সুহৃদ সমাবেশের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আবেদ।

মেধায় পিছিয়ে নেই নতুন প্রজন্ম– শিক্ষামন্ত্রী : অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আজকের নতুন প্রজন্ম মেধায় যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেই। অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি ক্রমে কাটিয়ে উঠছে বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্ম মেধা আর উদ্ভাবনে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেকের এমন ধারণা, বেশি নম্বর দিয়ে পাসের হার বাড়ানো হচ্ছে। এমন ধারণা পুরোপুরি ভুল। যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই ফল ভালো হচ্ছে। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ইংরেজিতে কিছুটা দুর্বলতার বিষয়টি সামনে ছিল এবং এ বিষয়ে বেশি ফেল করত। এ কারণে বিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করা হয়। যে কারণে এ বিষয়ে ফেল করার হার অনেক কমে যায়। একইভাবে বর্তমানে বিজ্ঞান বিষয়েও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, গত এইচএসসি পরীক্ষার ফল অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে নেই। কারণ, শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে পাসের হার ছিল ৭৭ শতাংশ, আর অন্যান্য বিষয়ে গড় পাসের হার ছিল ৬৯ শতাংশ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন পরীক্ষার ফলে নারী শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলে ৫১ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী ও ৪৯ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী পাস করেছে। মাধ্যমিকে ৫৩ শতাংশ নারী ও ৪৭ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ফল খারাপ হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথমত বছরের প্রথম তিন মাস পেট্রোল বোমা, জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আর কী কী ত্রুটি ছিল, তা খুঁজে বের করার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রমাণ করল, শহরের পাশাপাশি গ্রামবাংলাও এগিয়ে যাচ্ছে।

গোলাম সারওয়ার বলেন, বিতর্কে আবেগের প্রশ্রয় নয়, যুক্তির প্রাধান্য থাকতে হবে। আজকের প্রতিযোগিতায় তারই স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি বলেন যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সমকাল সামাজিক অঙ্গীকার পূরণ করছে।

বিএফএফের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী বলেন বিজ্ঞান-চেতনা এবং যুক্তিনির্ভর বিতর্কের ধারণাকে এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঢাকার বাইরেও শিক্ষার্থীরা মেধা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ এ বছর সিরাজগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফাইনালে উঠে আসা।

মুস্তাফিজ শফি বলেন, যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই ভালো মানুষ হয়। জাতির অগ্রগতির জন্য সেই ভালো মানুষেরই প্রয়োজন। এই বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, আজকের প্রজন্মকে সেই ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহম্মদ আসাদুজ্জামান সুবহানী বলেন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ চত্বর শুধু এ কলেজের নয়, সবার। সে চিন্তা থেকেই জাতীয় পর্যায়ের এ ধরনের একটি বড় আয়োজন এ প্রতিষ্ঠানের মিলনায়তনে আয়োজিত হওয়ার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিতর্কের চূড়ান্ত পর্ব : আলোচনা অনুষ্ঠানের আগেই সম্পন্ন হয়ে যায় এ বছরের জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। এ পর্বে নির্ধারিত 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগ বেশি জরুরি' বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রাখে সিরাজগঞ্জের বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের দলনেতা হাসান তাসীম সালেহীন, তৌহিদুল ইসলাম ও ফাহিম ফয়সাল। বিপক্ষে বিতর্কে অংশ নেয় কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দলনেতা সাফওয়াত সায়মা অর্পি, সাদিয়া দুর্দানা আদৃতা ও উম্মে ফারিয়া সাদেক। চারজন বিচারক প্যানেলের প্রধান ছিলেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহকারী পরিচালক রাশেদুল ইসলাম কল্লোল। অন্য তিন বিচারক ছিলেন জাতীয় পর্যায়ে বিতর্কে আগে সাফল্য অর্জন করা আনোয়ার হোসেন, রিয়াজুল ইসলাম এবং সমকালের সিনিয়র সাব-এডিটর হাসান জাকির।

বিতর্কে ৩০৭ নম্বর পেয়ে কিশোরগঞ্জের এসভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং সিরাজগ... বিএল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ৩০০ নম্বর পেয়ে রানার্সআপ হয়।